স্থদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক — (ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত)

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

জঙ্গিপুর, হেড অফিস—দিনাজপুর

সেন্ট্রাল অফিস—১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ—জলপাইগুড়ি, পার্ব্বতীপুর, ভবানীপুর (কলিকাতা), রায়গঞ্জ রাজসাহী, আলীপুর দুয়ার, রামপুরহাট। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলিকাতা), গাইবান্ধা ও দুবরাজপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন Ex. M. L. C.

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন আবিষ্কৃত

সোণামুখী কেশতৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১লা পৌষ বুধবার ১৩৫৪ ইংরাজী 17th Dec. 1947 | ২৮শ সংখ্যা

আপনার

কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম: ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা পৌষ বুধবার সন ১৩৫৪ সাল

বিশেষ ক্ষমতা বিলে আবিলতা

—:০:—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা-পরিষদে এক আইনের খসড়া পেশ করিয়া দেশব্যাপী বিক্ষোভ ডাকিয়া আনিয়াছেন। গবরমেণ্টের হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আনিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য। ব্যবস্থা-পরিষদে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে, পশ্চিমবঙ্গ গবরমেণ্ট পুলীশের সাহায্যে তাঁহাদের প্রয়োজনমত বা মর্জ্জি অনুযায়ী যখন ইচ্ছা জনমত দমিত করিবার জন্য সাধারণ সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠ-রোধ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের মতের বিরোধী সকলকেই আইনের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া দিতে পারিবেন, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্লীব করিয়া দিতে পারিবেন। সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতার প্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ যুবক সম্প্রদায়—গবরমেণ্টের এই বিশেষ ক্ষমতা সংগ্রহের উদ্যম দেখিয়া আতঙ্কিত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। বৈদেশিক শাসনের আমলে কংগ্রেসীদল বরাবরই গবরমেণ্টের বিশেষ ক্ষমতার তীব্র বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাই এখন দেশের শাসন-ক্ষমতা হাতে পাইয়া সেই বৈদেশিক শাসন-নীতির নকলনবিশী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। বিশেষ-ক্ষমতা আইনের খসড়াটি সিলেক্ট-কমিটিতে দেওয়া হইয়াছিল। সিলেক্ট-কমিটি বঙ্গীয় নিরাপত্তা বিল নামকরণ করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। সিলেক্ট-কমিটিতে দেওয়ার অর্থই হইতেছে নীতি হিসাবে ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া। এখনকার গবরমেণ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়াই গঠিত; ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণও জনসমাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁহারা যদি প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্নিহিত মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন, তবে ঐ খসড়া যে অনায়াসেই আইনে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই যদি স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন যে, গবরমেণ্টের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন রহিয়াছে, তবে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট আলোচনার সময় তাঁহারা আর কি প্রতিবাদ করিতে পারিবেন? হয়ত একটু ঘষিয়া মাজিয়া কোন কোন বিধানের কিঞ্চিৎ শোধন-পরিবর্ত্তন করা হইবে। কিন্তু মূল বিষয়ের পরিবর্ত্তনের আর পথ নাই। দেশ শাসন করিতে হইলে, গবরমেণ্টের হাতে উপযুক্ত অস্ত্র থাকার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সেরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সকলে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। যে সব সাধারণ আইন প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাই যে শাসনকার্য্য পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নহে, এরূপ মনে করিবার কি কারণ উপস্থিত হইল? যাঁহারা শাসনকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব হাতে লইয়াছেন, তাঁহারা যেমন দেশের কল্যাণ কামনা করেন, জনসাধারণও সেইরূপ করে। এরূপ ক্ষেত্রে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বিশেষ ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য তাঁহাদের এত আগ্রহের কারণ কি? বিভিন্ন স্বার্থের পরস্পর বিরোধের ফলে এবং বৈদেশিক শক্তির প্ররোচনায় সেই বিরোধের প্রাবল্য হেতু অখণ্ড ভারত আজ খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহার উপর যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরস্পর বিরোধের সংঘর্ষ চলিতে থাকে তাহা হইলে জনসাধারণ কখনই শান্তি সুখের মুখ দেখিতে পাইবে না। ভোটের বলে আইন-সভায় সকল আইনই পাশ করাইয়া লওয়া সম্ভব। কিন্তু সকল আইনই যে দেশের জনসাধারণের কল্যাণসাধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে। বৈদেশিক শাসনের অবসান হইয়াছে সত্য কিন্তু এদেশের নিজস্ব শাসনতন্ত্র এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার ও তাহার পদ্ধতি এখনও পূর্ব্ববৎ বৈদেশিক প্রভুত্বের বোটকা গন্ধযুক্তই রহিয়াছে; পুলীশ বিভাগেও সেই প্রভুত্ব-বুদ্ধি বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; পুলীশ যে জনসাধারণের প্রভু নহে, দাস,—এই বোধ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বিশেষ-ক্ষমতা-আইনের বলে পুলীশের হাতে অতিরিক্ত অধিকার প্রদান জনসাধারণের নিরাপত্তার কারণ না হইতে পারে। অতএব, জনমত উপেক্ষা করিয়া আইন পাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করাই এখন ভাল মনে হয়।

তালে তাল

(৪)

ভাওয়াল সন্ন্যাসী বা রাজকুমারের জগদ্বিখ্যাত মোকর্দ্দমার বিচারক স্বনামধন্য পান্নালাল বসু মহাশয় তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় জঙ্গিপুরে সহকারী মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছিলেন। তখনই নিজের দৈনন্দিন পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহার বিচার মাধুর্য্য দেখিয়া চাকর, বামুন আরদালী এমন কি সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন। যদিও পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"……সুবিচার্য্য যৎ কৃতং—সুদীর্ঘ কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং।" অর্থাৎ সুবিচারের সঙ্গে যে কার্য্য করা যায়, তাহা দীর্ঘকালেও বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় না। তবুও মানুষের পক্ষে সর্ব্বদা বিচারকের মত কার্য্য করা খুব কঠিন। পান্নালাল বাবু তাহা পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার কলম বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত একটুকুও নড়ে নাই।

যখন তিনি তরুণ বয়স্ক হাকিম, তখনকার একদিনের একটী ঘটনা তাঁহার আরদালীর মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তিনি একদিন পত্নীকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, অনেকদিন হলো রুই মাছের মাথা খাওয়া হয় নি।" স্বামীর কথায় তিনি পরের রবিবারে একটী বড় রুই মাছের মাথা আনাইয়া ঠাকুরকে দিয়া রাঁধাইয়া বড় একটী জাম-বাটী করিয়া স্বামীকে খাবার সময় দিবার ব্যবস্থা করিলেন। খাইতে বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাছের বাটীর উপর নজর পড়িল। তিনি গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"করেছো কি! আমি কি একাই খাবার জন্য মাছের মাথা আন্‌তে বলেছিলাম?" "ঠাকুর! নিয়ে যাও মাছের বাটী—আমি ছুঁইনি। রাত্রে মাথাটী ভেঙে মুগের ডাল দিয়ে রেঁধো, সবাই

খেতে পাবে। যে কোন ভাল জিনিস চাকর কিনে আনে, ঠাকুর রাঁধে, ঝি মসলা বেঁটে দেয়—সবকে বাদ দিয়ে সবার সামনে নিজের পোড়া পেটে দেওয়া কি সুবিচারের কাজ? আমার চাকরী হলো বিচার করা। নিজের বাড়ীতে যখন তখন অবিচার করলে, অবিচার করাই অভ্যাস হ'য়ে যাবে।"

সারাজীবন সুবিচারের "রিহার্সাল" দিয়ে তবে বৃদ্ধ বয়সে এই জগদ্বিখ্যাত মামলার বিচার ক'রে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন। পান্নালাল বাবুর তালে তাল দেওয়া কত সাধনার ফল!

পণ্ডিত নেহেরুর বাণী

গত ১৫ই ডিসেম্বর পণ্ডিতজীর বাণী শুনিবার জন্য কলিকাতা ময়দানে ১০ লক্ষ লোক সমাগম হইয়াছিল। মাইক খারাপ হওয়ায় তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ হয়। লোক সব হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গীয় নিরাপত্তা বিল সম্বন্ধে তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য এত লোক সমাগম।

বিদায়ের পূর্ব্বে

তিনি ১৬ই ডিসেম্বর প্রাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বাসভবনে পরিষদের কংগ্রেসী দলের এক সভায় প্রায় ৪৫ মিনিটকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রকাশ, মোট ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন এই সভায় উপস্থিত থাকেন। পণ্ডিতজী পশ্চিম বঙ্গীয় নিরাপত্তা বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, পরিষদের কংগ্রেসী দলের পক্ষে প্রয়োজন হইতেছে জনসাধারণের শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন জানানো। বর্ত্তমান সময়ে এই বিলটীর প্রয়োজন সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আরও বলিয়াছেন —কংগ্রেসী দল কর্ত্তৃক একটী সাব-কমিটি গঠন করা সঙ্গত। এই কমিটি জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিবে। অতঃপর যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বিলের কিছুটা পরিবর্ত্তনও করিতে হইবে। কারণ লোকায়ত্ত সরকারের দ্বারা জনমত উপেক্ষিত হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। পরিষদের বাহিরের কোন লোক লইয়া কমিটি গঠন সম্ভবপর না হইলেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সহিত ঘরোয়াভাবে আলোচনা ও তাহাদের সহিত পরামর্শ করা যাইতে পারে। প্রস্তাবিত বিলটীর প্রতিটী ধারা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশে অসম্মতি জানাইয়া পণ্ডিতজী বলেন যে জনসাধারণের বিভিন্ন দলের পক্ষে যাহাতে বিলটী গ্রহণযোগ্য হয়, তদুদ্দেশ্যে সংশোধন করা যাইতে পারে। কারণ ইহা মূলতঃ জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আনীত হইয়াছে।

এই বৈঠক শেষ হইবার পরই পণ্ডিত নেহেরু ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে লইয়া দমদম বিমান ঘাটি অভিমুখে যাত্রা করেন।

উকিল পত্নীর পরলোক

জঙ্গিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী গত রবিবার স্বামী, একমাত্র কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া শাঁখা-সিন্দুর শোভিতা হইয়া হিন্দুনারীর কাম্য ধামে গমন করিয়াছেন। আমরা সাধ্বীর পরলোকগত আত্মার চির-শান্তি কামনা করিয়া শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ব্যবসায়ী-পত্নীর আকস্মিক নিমজ্জনে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসাদার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহা মহাশয়ের পত্নী বরদাসুন্দরী গত রবিবার বাসার নিকটস্থ ডোবায় অন্যের অগোচরে নামিয়া বোধ হয় পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান। যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা হইল তখন সব শেষ হইয়াছে। সাহাজী মহাশয় ব্যবসায় উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ বাটীতে থাকিতেন। বরদাসুন্দরী তাঁহার শ্বশুরের ভিটা আহিরণ ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। সম্প্রতি স্বামীর অসুখের জন্য আসিয়া নিজেও পীড়িতা হইয়া পড়েন। দুর্ব্বল অবস্থায় পুকুরে নামিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা। তিনি ৫ পুত্র ১ কন্যা ও বহু নাতিনাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। আজ-কাল এরূপ পতিপ্রাণা সর্ব্বংসহা নারী খুব বিরল। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া বিয়োগব্যথিত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

নোটিশ

পৌষ ও মাঘ মাসে প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা হইবে। মেলায় গমনেচ্ছু যাত্রিগণকে জ্ঞাত করা যায় যে মেলা প্রভৃতির ন্যায় জনবহুল স্থানসমূহ হইতেই কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ও বিস্তার হইয়া থাকে। অতএব তাঁহারা যেন উক্ত মেলায় যাইবার পূর্ব্বে স্ব স্ব নিরাপত্তার জন্য নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের নিকট হইতে কলেরার প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সান লইয়া যান।

ইন্সপেক্টারের সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না।

স্বাক্ষর বি, জি, দাস।
ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার, মুর্শিদাবাদ।

পশ্চিম বঙ্গের আগামী বৎসরের খাদ্যনীতি

ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১লা জানুয়ারী হইতে আসানসোল ও খড়্গপুরে রেশন ব্যবস্থা রদ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আসানসোল ও খড়্গপুর অঞ্চলে এখন হইতেই চাউল ও ধান আনয়ন করিতে দেওয়া হইতেছে। হাওড়া, হুগলী, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জেলায় আংশিক রেশন ব্যবস্থা রহিত করা হইবে। অন্যান্য স্থানে এবং অপরাপর বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আপাততঃ পূর্ব্ববৎ চালু থাকিবে। (ক) পশ্চিম দিনাজপুর, (খ) জলঙ্গী নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলা, (গ) ২৪-পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমা এবং কাকদ্বীপ, সাগর, জয়নগর, কুলপী ও মথুরাপুর থানা (ঘ) বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর এবং (ঙ) মালদহ জেলায় খাদ্যসংগ্রহের কাজ সীমাবদ্ধ থাকিবে। উল্লিখিত অঞ্চলের প্রত্যেকটিকে এক একটি পৃথক 'কর্ডন' এলাকা বলিয়া গণ্য করা হইবে। প্রদেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য এলাকায় খাদ্য চলাচলে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে না। গমজাত দ্রব্য বাহির হইতে যে পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহাই সরকার প্রদেশের সর্ব্বত্র সরবরাহ করিবেন। আশা করা হইতেছে যে, সংশ্লিষ্ট সকলেই চোরা মজুত ও অন্যায় মুনাফার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন। যে সকল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ রদ করা হইবে, সে সব এলাকার সরবরাহ ব্যবস্থা চোরা মজুত ও অন্যায় মুনাফার ফলে বিঘ্নিত হইলে সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয়
হইতে উপাধি প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ

গাঙ্গিন, পোঃ নূরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখে'ছন তাঁরা সবাই. একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পৃ জ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত